মোঃ আব্দুল মজিদ প্রাং

সিনিয়র শিক্ষক(আইসিটি)

দেবখন্ড ছিদ্দিকিয়া সিনিয়র আলিম মাদরাসা

বিষয়ঃ ক্যারিয়ার শিক্ষা

একটু জানার জন্য

ক্যারিয়ার শিক্ষা কী?

ক্যারিয়ার শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার জীবন ও কর্মজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব অর্জন করতে পারে। এটি শুধু কোনো নির্দিষ্ট চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ নয়, বরং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেকে তৈরি করার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

ক্যারিয়ার শিক্ষার মূল বিষয়গুলো:

আত্ম-সচেতনতা: নিজের আগ্রহ, যোগ্যতা, দুর্বলতা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা।

ক্যারিয়ার অন্বেষণ: বিভিন্ন পেশা ও চাকরির সুযোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং কোন পেশাটি আপনার জন্য উপযুক্ত হতে পারে তা খুঁজে বের করা।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ: সংগৃহীত তথ্য এবং নিজের আত্ম-সচেতনতার ভিত্তিতে একটি সঠিক ক্যারিয়ার পথ বেছে নেওয়া।

কৌশল নির্ধারণ: নির্বাচিত ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য কী ধরনের পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করা।

কর্মক্ষেত্রে প্রস্তুতি: জীবনবৃত্তান্ত (CV) তৈরি, ইন্টারভিউ কৌশল শেখা এবং কর্মক্ষেত্রের নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণা নেওয়া।

ক্যারিয়ার শিক্ষা মানুষকে শুধু চাকরি পেতে সাহায্য করে না, বরং কর্মজীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে, মানিয়ে নিতে এবং নিজেকে একজন সফল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

ক্যারিয়ার শিক্ষা ব্যবহারিক পরীক্ষার নমুনা প্রশ্ন

পরীক্ষার বিষয়: ক্যারিয়ার শিক্ষা (Code: ১৪৫)

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

১. অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রতিবেদন তৈরি (৩০ নম্বর)

যে কোনো একটি বিষয়ের উপর একটি সবিস্তার প্রতিবেদন বা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করো:

ক) তোমার স্বপ্নের ক্যারিয়ার: তোমার পছন্দের একটি পেশা বা ক্যারিয়ার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো। প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

তুমি কেন এই পেশাটি বেছে নিতে চাও?

এই পেশার জন্য কী ধরনের যোগ্যতা, দক্ষতা ও পড়াশোনার প্রয়োজন?

ভবিষ্যতে এই পেশার সুযোগ কেমন?

এই পেশার মাধ্যমে তুমি কীভাবে সমাজ ও দেশের জন্য অবদান রাখতে পারো?**খ) আত্মকর্মসংস্থান বনাম চাকরি:** আত্মকর্মসংস্থান ও চাকরির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো। এই আলোচনায় উভয়টির সুবিধা, অসুবিধা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনটি বেশি কার্যকর, তা ব্যাখ্যা করো।

২. মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা) (১০ নম্বর)

ব্যবহারিক খাতা ও অ্যাসাইনমেন্টের ওপর ভিত্তি করে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। এখানে কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন দেওয়া হলো:

ক্যারিয়ার বলতে তুমি কী বোঝো?

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত আগ্রহ ও দক্ষতার ভূমিকা কী?

একজন সফল কর্মজীবীর পাঁচটি গুণাবলি উল্লেখ করো।

তোমার অ্যাসাইনমেন্টে উল্লেখিত পেশাটি সম্পর্কে কিছু বলো।

৩. ব্যবহারিক খাতা (১০ নম্বর)

তুমি পাঠ্যসূচি অনুযায়ী যে ব্যবহারিক কাজগুলো করেছ, তার একটি পরিষ্কার ও সুসংগঠিত খাতা জমা দিতে হবে। খাতায় শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাসাইনমেন্ট এবং তোমার করা প্রজেক্টগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য কিছু সাধারণ পরামর্শ:

পাঠ্যবই অনুসরণ: ব্যবহারিক খাতা তৈরি এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পাঠ্যবই ভালোভাবে পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৃজনশীলতা: অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রতিবেদনে নিজের চিন্তা ও সৃজনশীলতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করো।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: ব্যবহারিক খাতা এবং অ্যাসাইনমেন্টের লেখা পরিষ্কার ও গোছানো হওয়া উচিত।

যুক্তি ও তথ্য: তোমার দেওয়া উত্তরগুলো যেন তথ্যভিত্তিক এবং যৌক্তিক হয়।

প্রতিবেদন লেখার নিয়ম ও একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো। একটি ভালো প্রতিবেদন লেখার জন্য কিছু নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করা প্রয়োজন।

প্রতিবেদন লেখার নিয়মঃ

একটি আদর্শ প্রতিবেদন লেখার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে:

১. শিরোনাম (Title): প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে ও আকর্ষণীয়ভাবে শিরোনামে তুলে ধরতে হবে। শিরোনামটি এমন হওয়া উচিত যাতে পাঠক সহজেই বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে।

২. প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা (Reporter's Name & Address): শিরোনামের নিচে প্রতিবেদকের নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম অথবা ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।

৩. তারিখ ও স্থান (Date & Place): প্রতিবেদনটি কোন স্থান থেকে এবং কোন তারিখে লেখা হচ্ছে, তা উল্লেখ করা আবশ্যক।

৪. মূল বিষয়বস্তু (Main Body): এটি প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে হবে। মূল বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে লেখা যেতে পারে।

ভূমিকা (Introduction): প্রতিবেদনের শুরুতে বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিতে হবে।

বিবরণ (Description): মূল অংশে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ, কারণ, ফলাফল, এবং এর সাথে সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরতে হবে।

সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ (Conclusion & Recommendation): প্রতিবেদনের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহার টানতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ বা মতামত যোগ করতে হবে।

৫. ভাষা ও শৈলী (Language & Style): প্রতিবেদনের ভাষা সহজ, সরল এবং তথ্যবহুল হওয়া উচিত। এতে কোনো অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকবে না। সাধারণত, প্রতিবেদনে পরোক্ষ উক্তি (Indirect Speech) ব্যবহার করা হয়।

একটি নমুনা প্রতিবেদন

বিষয়: বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিবেদকের নাম: রাশেদ আহমেদ

প্রতিবেদনের ঠিকানা: ঢাকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা, ২৬শে মার্চ, ২০২৪

ভূমিকা: প্রতি বছর ২৬শে মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ঢাকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই আয়োজনে অংশ নেন।

বিবরণ: ২৬শে মার্চ সকাল ৭টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রধান শিক্ষক পতাকা উত্তোলন করেন এবং এরপর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের তাৎপর্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ নিয়ে আলোচনা করেন। সকাল ৮টায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি র‍্যালি বের করে, যা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা "জয় বাংলা", "আমার সোনার বাংলা" ইত্যাদি স্লোগান দেয়।

র‍্যালি শেষে বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি তার বক্তব্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

এবং বর্তমান সময়ে দেশের উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন। শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান, কবিতা আবৃত্তি এবং নাটক পরিবেশন করে।

উপসংহার ও সুপারিশ: স্বাধীনতা দিবসের এই আয়োজনটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তবে, ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আরও বেশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রদর্শনী আয়োজনের সুপারিশ করা যেতে পারে। এমন আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম আমাদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারবে।

ব্যবহারিক খাতায় কী লিখতে হবে তার একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো। ক্যারিয়ার শিক্ষা ব্যবহারিক খাতা তৈরির ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুসরণ করতে হয়।

ব্যবহারিক খাতার নমুনা পৃষ্ঠা

খাতার উপরের অংশে:

প্রতিষ্ঠানের নাম: (যেমন: ঢাকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

শিক্ষার্থীর নাম: (যেমন: রাশেদ আহমেদ)

শ্রেণি: (যেমন: দশম)

শাখা: (যেমন: বিজ্ঞান)

রোল নম্বর: (যেমন: ০৫)

বিষয়: ক্যারিয়ার শিক্ষা

বিষয় কোড: ১৪৫

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৬

প্রথম পৃষ্ঠা (সূচিপত্র)

ক্রমিক নং	অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	আমার স্বপ্নের পেশা: একজন প্রকৌশলী	১-২		
২	আত্মকর্মসংস্থান বনাম চাকরি: একটি তুলনামূলক আলোচনা	৩-৪		

ক্রমিক নং	অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	মন্তব্য
৩	সফল ক্যারিয়ার গঠনে যোগাযোগের গুরুত্ব	৫-৬		
৪	দলগত কাজের অভিজ্ঞতা	৭-৮		

অ্যাসাইনমেন্ট লেখার নমুনা

১. অ্যাসাইনমেন্ট: আমার স্বপ্নের পেশা: একজন প্রকৌশলী

ভূমিকা: আমি ভবিষ্যতে একজন প্রকৌশলী হতে চাই। এই পেশাটি আমাকে নতুন কিছু উদ্ভাবন এবং সমাজের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখার সুযোগ দেবে। এটি আমার আগ্রহ এবং দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পেশার বিবরণ: প্রকৌশলী হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করেন। বিভিন্ন ধরনের প্রকৌশল বিভাগ রয়েছে, যেমন: সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার ইত্যাদি। আমি বিশেষত কম্পিউটার প্রকৌশল নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে।

প্রয়োজনীয় দক্ষতা: সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা, সৃজনশীলতা, এবং নতুন প্রযুক্তি শেখার আগ্রহ থাকা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, প্রকৌশলীদের চাহিদা ততই বাড়ছে। বিশেষ করে কম্পিউটার প্রকৌশলীদের চাহিদা বিশ্বব্যাপী অনেক বেশি। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বর্তমান প্রযুক্তির উন্নয়নে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য।

উপসংহার: আমি মনে করি, একজন প্রকৌশলী হিসেবে আমি আমার দক্ষতা দিয়ে সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারব। এই লক্ষ্যে আমি এখন থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছি।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

হাতে লেখা: খাতাটি হাতে লিখতে হবে এবং লেখা পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল হতে হবে।

চিত্র ও ছক: প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়বস্তু সম্পর্কিত চিত্র, ছক বা রেখাচিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

নির্দেশনা অনুসরণ: শিক্ষক যে নির্দেশনা দেবেন, তা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।